৫. বিদ্যাপতি ও জয়দেব

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় (ইংরেজি ১৮৭৩, ডিসেম্বর) 'মানসবিকাশ' শিরোনামে প্রকাশিত। এটি দীনেশচরণ বসু রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মানসবিকাশ'-এর (প্রকাশকাল : ১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩) বঙ্কিম-কৃত গ্রন্থ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। উক্ত শিরোনামের এই প্রবন্ধটি বঙ্কিম যখন 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬) গ্রন্থে গ্রন্থবদ্ধ করেন তখন এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' এবং প্রবন্ধটি বঙ্কিম সম্পূর্ণ মুদ্রিত করেন। এরপর বঙ্কিম যখন 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধটি সংকলিত করেন, তখন প্রবন্ধটিকে পাই সংক্ষিপ্ত আকারে।

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নেই—একথা বঙ্কিম প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছেন। এখানে প্রাবন্ধিক জয়দেবকে প্রাচীন কবি এবং গীতিকাব্য প্রণেতা বলেছেন। এবং জয়দেবের পরের বৈষ্ণব কবিগণ, যারা গীতিকাব্য রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস। এছাড়াও ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীও গীতিকাব্য। রামপ্রসাদ সেনও একজন প্রসিদ্ধ গীতিকবি। এর পরের ধাপে আছেন কবিওয়ালাগণ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাম বসু, হরুঠাকুর, নিতাই দাস প্রমুখ। এপ্রসঙ্গে তিনি জানিয়ে দিতেও ভোলেননি যে, 'কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই'।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি ধাপে ধাপে আলোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বঙ্কিম সাহিত্য সমালোচনার মূল তত্ত্বটিকে অল্পকথায় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার বাহুল্য ও প্রাধান্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

> "সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। ..... তেমনি সাহিত্যেও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। ..... তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজ-বিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।"

উপরিউক্ত মন্তব্যে বঙ্কিম বলেছেন 'সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র'—এই সূত্রকে প্রয়োগ করে বঙ্কিম প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে ভারতীয় সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করেছেন। প্রথমে তিনি আর্যদের কথা তুলে ধরেছেন। তারা বিজয়ী বীর এবং অনার্য আদিমবাসীদের সঙ্গে বিবাদে ব্যস্ত। আর্যদের জাতীয় চরিত্রের ফল 'রামায়ণ'। এরপর আর্য পৌরুষের চরম অবস্থা, তারা 'মহা সমৃদ্ধিশালী'। এরপর আর্যদের আভ্যন্তরিক বিবাদের সূত্রপাত। এর চিত্র আমরা পাই 'মহাভারত'-এ। এই সময় আমরা সমৃদ্ধ ভারতভূমির চিত্র দেখতে পাই। তারা সুখী এবং কৃতি। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র। এরপর ধর্মমোহ। এই সময় ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খলে নিবদ্ধ হয়েছিলো। সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও ধর্মশৃঙ্খলের বশীভূতা হল। এখানে বঙ্কিম ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের ওতপ্রোত সম্পর্ক দেখিয়েছেন :

> "ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্ম্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্ম্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্য নাটকাদি।"

এরপর বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিম বলেছেন, ভারতবর্ষীয়েরা অবশেষে 'বাঙ্গালায়' এলো। এই অঞ্চলের জলবায়ু ভিন্ন। বায়ু এখানে বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা। এখানকার উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী অসার, ধন তোজোহানিকারক। এই কারণেই এই অঞ্চলে তথা 'বাঙ্গালা'য় বসবাসকারী ভারতবর্ষীয়ের আর্যতেজ অন্তর্হিত হল। এরফলে এখানকার বসবাসকারী মানুষেরা হলেন উচ্চাভিলাষ শূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট এবং গৃহসুখ পরায়ণ। কিভাবে 'বাঙ্গালা'য় গীতিকাব্য সৃষ্টি হল এর ব্যাখ্যা বঙ্কিম দিয়েছেন :

> "ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। ..... এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্টি হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ।"

বঙ্গীয় গীতকাব্যলেখকদের বঙ্কিম তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথমে তিনি দুই শ্রেণিতে উক্ত গীতিকাব্যলেখকদের বিভক্ত করেছিলেন। পরে আধুনিক বাঙালি গীতিকাব্যলেখকদের তৃতীয় শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণির প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণির মুখপাত্র বিদ্যাপতি। বঙ্কিম খুব সুন্দর ভাবে জয়দেব ও বিদ্যাপতির কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন :

> "জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রুবল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য।"

আধুনিক বাঙালি গীতিকাব্যলেখকদের বঙ্কিম তৃতীয় শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এঁরা আধুনিক ইংরেজি গীতিকবিদের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি ও আধুনিক বাঙালি গীতিকবিগণ সত্যতাবৃদ্ধির কারণে একটি স্বতন্ত্র পথে চলেছেন। এঁদের সম্বন্ধে বঙ্কিম উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। এঁরা 'জ্ঞানী--বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে।' এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম বিদ্যাপতি ও আধুনিক বাঙালি গীতিকবিদের—যেমন, মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের—তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিদ্যাপতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ—কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়। অন্যদিকে, মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব বিদ্যাপতির মতো এতটা প্রগাঢ় নয়।

প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে বঙ্কিম কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন :

> "কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।"

এই অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যিনি সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারেন, তিনিই সুকবি। এর ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব, আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth।

বঙ্কিম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) অবলম্বন করে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন, তথ্য ও যুক্তি দিয়ে পাঠকের কাছে প্রবন্ধের বিষয়কে উপস্থাপিত করেছেন।